ভোরের কাগজ

62

তারিখ ... JUL. 06 2000

পৃঃ 6 কলাম 2

ঢাকা বৃহস্পতিবার ৬ জুলাই ২০০০

এদেশের জন্য সর্বজনীন

আনোয়ার হাসান

পৃথিবীর সব উন্নত দেশে এবং এমনকি কিছু উন্নয়নকামী দেশেও একটি নির্দিষ্ট স্তর (এক এক দেশে এক এক স্তর) পর্যন্ত শিক্ষা সব নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক। এমনকি কোনো কোনো উন্নত দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেশি যদি কোনো বিদেশী তার স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়ে নিয়ে অবস্থান করে তাহলে সেই ছেলেমেয়েদেরও স্কুলে ভর্তি করা বাধ্যতামূলক। ১৯৯০ সালে অক্সফোর্ড গিয়েই (ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসাবে কাজ করার জন্য) জানলাম যে, যেহেতু আমি ৩ মাসের বেশি (১ বছর) ওখানে থাকবো। তাই আমার ৬ বছর বয়সী কন্যাকে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে ভর্তি করতে হবে (অবশ্য আমিও তো তা-ই চাচ্ছিলাম)। যেহেতু বাধ্যতামূলক তাই ঐসব দেশে স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ ফ্রি (যুক্তরাজ্য ও এমনি আরো কিছু দেশে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য আরো অনেক কিছু যেমন চিকিৎসা ফ্রি)। অবশ্য যেহেতু বাধ্যতামূলক তাই ফ্রি করাটাই যৌক্তিক। দেশের সব নাগরিককেই অন্তত একটি বেসিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে যেকোনো অবস্থাতেই এ জাতির উন্নতি সম্ভব নয়, এ সত্য মনে হয় না আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) উপলব্ধি করে। তাইতো তাদের সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা একটি বেসিক স্তর না হয়ে সাক্ষরতা পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। আগামী এত বছরের মধ্যে দেশের সব লোককে সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করা হবে (ঐ এলাকাকে ইতিমধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা হয়েছে), এ ধরনের কার্যক্রম বলতে গেলে একেবারে মূল্যহীন। একজন লোক তার নাম লিখতে এবং একটু-আধটু পড়তে পারে কি পারে না, তাতে কি আসে যায়। একজন মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার জন্য অন্তত যে শিক্ষাটুকু দরকার, তার দৈনন্দিন জীবন সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য যে জ্ঞানটুকু দরকার, তার আশপাশের পৃথিবী সম্পর্কে ন্যূনতম একটা জ্ঞান অর্জনের যে স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করা দরকার, তাই তো হবে সর্বজনীন শিক্ষা। এই শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার, এর দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। দারিদ্র্য, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ইত্যাদি হাজারো সমস্যার অনেকখানি সুরাহা হবে যদি এদেশের সব মানুষকে উপরোক্ত ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায়।

এখন কথা হচ্ছে, কোন স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে ন্যূনতম হিসাবে গণ্য করতে হবে। আগেই উল্লেখ করেছি, পৃথিবীর যেসব দেশে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, সে দেশগুলোর এক এক দেশে এক এক স্তর। ইংল্যান্ডে দেখেছি স্কুলের শেষ ধাপ (অনেকটা আমাদের দশম শ্রেণী) পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এরপর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায় তারা 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা দেয়, অন্যরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। আমাদের দেশে এক সময় দশম শ্রেণী পর্যন্ত জেনারেল এডুকেশন ছিল; বিশেষ শিক্ষা (বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা শাখা) শুরু করা হতো কলেজের একাদশ শ্রেণী থেকে। পরবর্তী সময়ে মনে হয় শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য ঐ বিশেষ শিক্ষার শুরু নবম শ্রেণীতে নিয়ে আসা হয় (যা এখনো বিদ্যমান)। কিন্তু ঐ ব্যবস্থা যে এই গরিব দেশে একটি মারাত্মক ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা কেউ (বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ) একেবারে খেয়াল করছেন না। এই গরিব দেশের গ্রাম-গঞ্জ ও ছোটখাটো শহরের অধিকাংশ স্কুলে বিজ্ঞান শাখা খোলা সম্ভব হচ্ছে না (উক্ত বিষয়সমূহের শিক্ষক এবং ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি কেনার পয়সার অভাবে)। ফলে গ্রাম-গঞ্জের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা আর বিজ্ঞানী-প্রকৌশলী-ডাক্তার হতে পারছে না। অথচ আমাদের সময়ে (যখন কলেজে শুরু হত বিজ্ঞান শিক্ষা) দেখেছি গ্রাম-গঞ্জ থেকে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগসমূহে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মেডিকেল কলেজে পড়তো। আবার একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, যে মান বাড়ানোর জন্য বিশেষ শিক্ষা নবম শ্রেণী থেকে শুরু করা হয়েছে, সে মান কিন্তু একটুও বাড়েনি। নবম-দশম শ্রেণীর বিজ্ঞানের পাঠক্রমের সঙ্গে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞানের পাঠক্রমের খুব একটা তফাৎ নেই। এ অবস্থায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠক্রম একটু বর্ধিত করে জেনারেল এডুকেশন দশম শ্রেণী পর্যন্ত (অর্থাৎ বিশেষ শিক্ষা কলেজে একাদশ শ্রেণীতে শুরু) করা যায়। এই আগের মতো ব্যবস্থায় ওপরে বর্ণিত মারাত্মক ক্ষতিকর অবস্থা থেকে গ্রাম-গঞ্জের ছাত্রছাত্রীরা রক্ষা পাবে এবং কাজেই তারা তাদের ন্যায্য অধিকার (বিজ্ঞানী-প্রকৌশলী-ডাক্তার হওয়া) থেকে বঞ্চিত হবে না। এই পরিবর্তন যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আনা হয়, তাহলে উপরোক্ত সর্বজনীন শিক্ষা দশম শ্রেণী পর্যন্ত হতে পারে। আর যদি নবম শ্রেণীতে বিশেষ শিক্ষা শুরু করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে তবে সর্বজনীন শিক্ষা হতে হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

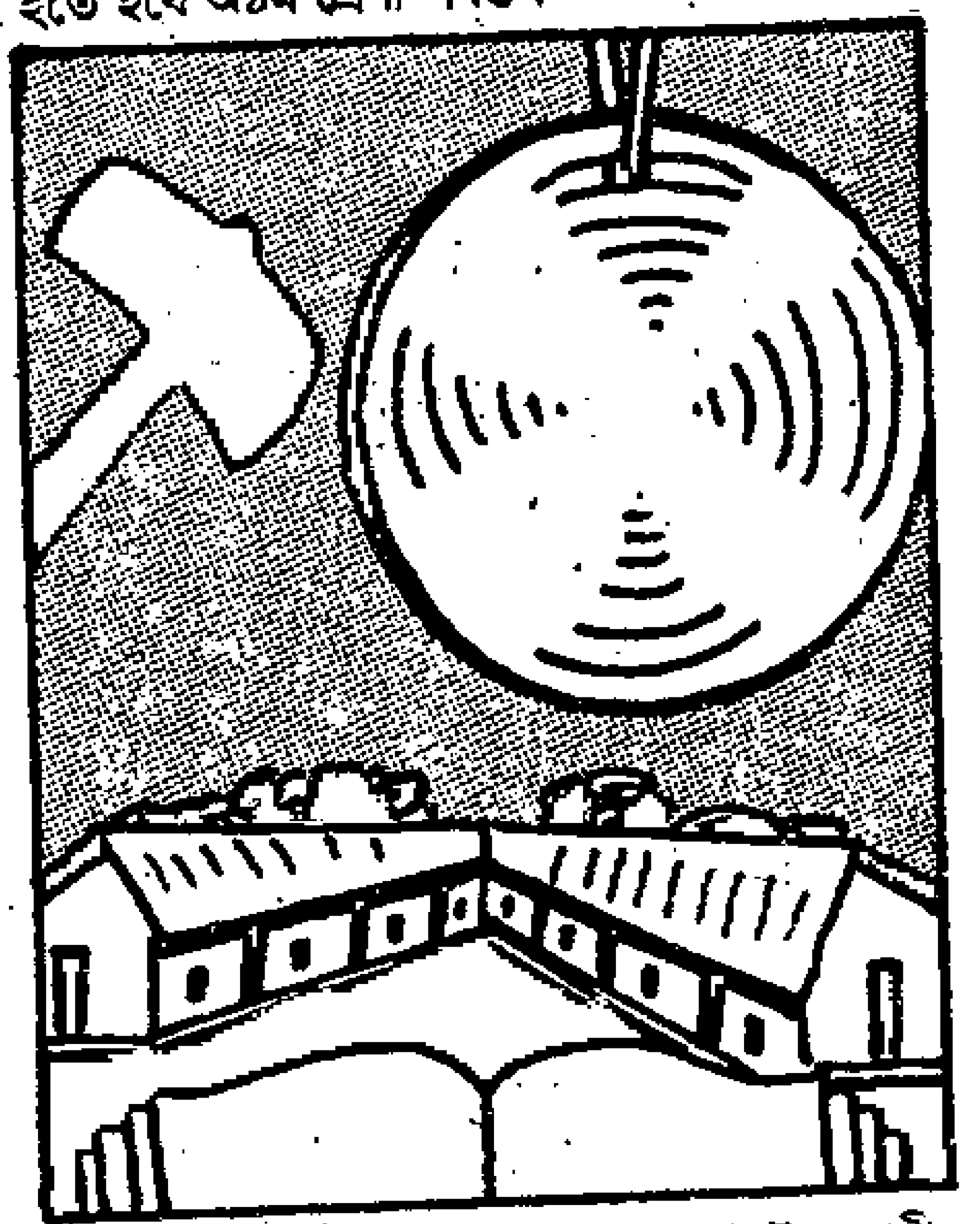

দেশের প্রতিটি নাগরিককে দশম/অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ফ্রি শিক্ষা দেওয়ার কাজটি যে যথেষ্ট ব্যাপক ও ব্যয়বহুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি আমরা দেশের সত্যিকারের উন্নতি চাই তবে এর কোনো বিকল্পও নেই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সরকার যদি একটু শক্ত হাতে আমাদের হাজারো জাতীয় অপচয়গুলো বহুলাংশে বন্ধ করতে পারে তবে উক্ত সর্বজনীন শিক্ষার ব্যয় মেটানোর জন্য অর্থের অভাব হবে না। বিদ্যুৎ খাতে অপচয়, লাক্সারি ভোগ্যপণ্যের পিছনে অপচয়, ফালতু ও অপ্রয়োজনীয় প্রজেক্টের পণ্য অপচয়, সামান্য জটিল রোগের নিমিত্তে বিদেশে চিকিৎসা করতে যাওয়ার (যে চিকিৎসা দেশেই হতে পারে) জন্য অপচয়। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত ব্যয়বহুল শিক্ষার জন্য গমনকারী প্রায় ২ লাখ শিক্ষার্থীর ব্যয় বাবদ অপচয় (কেননা ঐ শিক্ষা দেশেই সম্ভব)।

ব্যাংকের ঋণখেলাপির জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার অপচয়। মন্ত্রণালয়গুলোর সেমিনার সেমিনার খেলার খাতে অপচয়, আমলাদের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধবার জন্য অপচয় (১৫ হাজার টাকা মূল বেতনের আমলার পিছনে ভাতা বাবদ মাসে লাখ টাকার অপচয়)। সরকারি ডেলিগেটদের বিদেশ সফরে অপচয় (যেমন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ১৮১ জন সফরসঙ্গী), ন্যাম সম্মেলনের অপচয়, মিগ ক্রয়ে অপচয়, কুত্তাবাহিনী ক্রয়ের অপচয়, এমনি হাজারো অপচয়ের মধ্যে অন্তত কিছু অপচয় বন্ধ করলে সর্বজনীন শিক্ষার জন্য টাকার অভাব তো হবেই না বরং টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। এজন্য প্রয়োজন হচ্ছে সর্বজনীন শিক্ষার জন্য সরকারের সদিচ্ছা। এই সদিচ্ছা যতো শিগগির হবে ততোই দেশের জন্য মঙ্গল।

তবে কথা হচ্ছে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন করার আগে অবশ্যই আমাদের বর্তমান স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে। আমাদের বর্তমান স্কুল শিক্ষার যে দুরবস্থা তা বর্ণনাতীত। পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পাঠদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই বিরাজমান ঐ

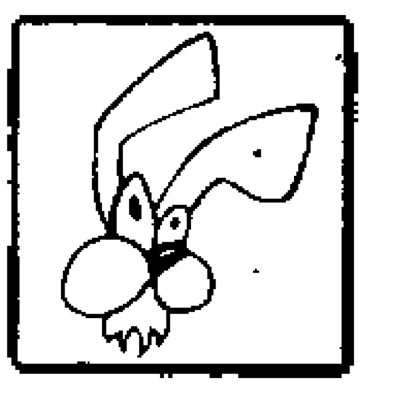

অভিযাত্রী মা

সাজাহান

সিদ্ধান্ত পাল্টালেন। তারপর হেঁটে আর ঘোড়ায় চেপেই চীন দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

চীনের পথে

তারা প্রথমে কারমান শহর হয়ে প্রায় ১০০ মাইল লম্বা এক মরুভূমি পেরিয়ে পৌঁছলেন ইরানের তাবাস শহরে। তাবাস ছেড়ে তারা যাত্রা করলেন পূর্বদিকের হরিনদীর শস্যময় সবুজ উপত্যকা ধরে। পথের ধারে অবস্থিত বল্খ শহরের বর্ণনা দিয়েছেন তার লেখা 'দ্য বুক অফ মার্কো পোলো'তে। এই শহরের উত্তরে সমরকন্দ, উত্তর-পশ্চিমে বোখারা, দক্ষিণ-পূর্বে কাবুল ও

চীন সম্রাট কুবলাই খাঁ'র দ

পেশোয়ার আর পূর্বদিকে কাশগড় ও ইয়ারকন্দ।

মার্কো পোলোরা দক্ষিণের রাস্তা ধরে এগোলেন। এই রাস্তাটি চলে গেছে হিন্দুকুশ পর্বত ও পামির মালভূমির ওপর দিয়ে। সবুজে ভরা চোখ জুড়ানো পামির মালভূমি, আবহাওয়া খুবই মনোরম। জায়গাটা পছন্দ হওয়ায় মার্কো পোলোরা ওখানেই থেকে গেলেন মাস কয়েক।

এরপর ওরা পামির মালভূমি ছেড়ে ওঠে গেলেন আরো উঁচু পর্বতে। এই অঞ্চলেই মার্কো পোলো দেখেছিলেন অদ্ভুত ধরনের বুনো ভেড়া, মাথায় সাড়ে চার ফুট লম্বা বাঁকানো শিং।

পামির মালভূমি ছাড়িয়ে মরূদ্যান

আমার পড়

নীল নয়না

এটি লিখেছেন লন্ডন, কানাডা, তুলে ধরেছেন লেখাংশ ইষ্টিকুটুমের

মোমের মূর্তি। মাদাম তুসো আছে। এটি চারটি ভাগে বিভক্ত 'কনসারভেটরি', 'দি হিরোজ' হরর চেম্বারে তিনি ফাঁসির গ